গঠনতন্ত্র

গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী এলামনাই এসোসিয়েশন

Gono Bishwabidyalay Pharmacy Alumni Association (GBPAA)

নলাম, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪ ।

ভুমিকাঃ

শিক্ষাঙ্গনে নতুন চেতনা ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার অদুরে গ্রাম ও শহরের মিশ্র এক মনোরম ও শান্ত পরিবেশে ১৯৯৪ সালে গণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সমাজ সচেতন উচ্চশিক্ষা প্রসারই এর ব্রত। নিসর্গের কোল ঘেঁষে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাগরিক কোলাহলমুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গণ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের স্বাস্থ্য সেবা ক্ষাতের সম্প্রসারন ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ফার্মেসী গ্রাজুয়েটদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চাহিদাকে গণস্বাস্থ্যের সম্মানিত ট্রাস্টিরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ খুলতে ব্রতী হয়েছিলেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফার্মেসী বিভাগ।

প্রথম ব্যাচের গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৩৩ টি ব্যাচে সহাস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ইতোমধ্যেই ২৫ টি ব্যাচ অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে দেশের নামকরা বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স কোম্পানি, সরকারী, বেসরকারী সায়ত্বশাসিত ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। পাশকৃত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একদিকে যেমন পারস্পারিক সহমর্মিতাবোধ, যোগাযোগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা অন্যদিকে পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে ফার্মেসী বিভাগের কারিকুলাম দেশের চাহিদা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আধুনিক, গতিশীল ও উন্নত করার লক্ষ্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজন। উক্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির ভিত্তিতেই ফার্মেসী বিভাগ ২১.০২.১৩ ইং তারিখে প্রথম অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন করে এবং উপস্থিত গ্রাজুয়েটদের নিয়ে একটি এডহক নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৬.১২.১৩ ইং তারিখে প্রথম এডহক কমিটি বিলুপ্তি করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটদের নিয়ে প্রথম কার্যনিবাহি কমিটি গঠন করা হয়।

সম্প্রতি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশক্রমে তাদের প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী ফার্মেসী বিভাগের অ্যালামনাই এসোসিয়েনের গঠনন্ত্রটির সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ফার্মেসী বিভাগের অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সংশোধিত খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছে।

ধারা-১ঃ নাম

(ক) ফার্মেসী বিভাগের এই সংগঠনটির নাম "গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অ্যালামনাই এসোসিয়েশন"। যা ইংরেজিতে "Gono Bishwabidyalay Pharmacy Alumni Association" সংক্ষেপে GBPAA।

(খ) এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও কল্যাণমূলক সামাজিক সংগঠন।

ধারা-২ঃ কার্যালয়

এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে অবস্থিত হবে।

ধারা-৩ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ:

(ক) ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষক ও প্রাক্তন শিক্ষক এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পারিক লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে জনহিতকর, সেবামূলক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় যে কোন উদ্যোগ গ্রহন করা। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অন্যান্য কার্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে আর্থিক ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।

(খ) সদস্যগণ যে সকল সংস্থা/দপ্তরে কর্মরত আছেন সে সকল সংস্থা/দপ্তরের সাথে এসোসিয়েশনের সম্পর্ক স্থাপন এবং তা সুসংগত করা।

(গ) গবেষণা ও অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক প্রকল্পসহ ফার্মেসী বিভাগের যে কোন প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনা ও বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) মেধাবী গরীব ও প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র/ছাত্রীকে ফার্মেসী বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভে সহায়তা প্রদানে তহবিল সংগ্রহ করা।

(ঙ) ফার্মেসী সম্পর্কীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক যে কোন নীতি নির্ধারণে প্রস্তাব, পরামর্শ ও সুপারিশের মাধ্যমে অবদান রাখা।

(চ) ফার্মেসী বিভাগের সহযোগীতায় অথবা স্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন, পত্রিকা প্রকাশ এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

(ছ) সদস্যগণের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানে নিয়োগে সহায়তার করা।

(জ) সদস্যদের মধ্যে সাহিত্য, ক্রীড়া ও অন্যান্য সৃজনশীল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম প্রসারিত করা।

(ঝ) সামাজিক ও সেচ্ছাসেবকমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা।

(ঞ) এ গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সদস্যদের বৃহত্তর স্বার্থে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রসার করতে সহায়ক বলে বিবেচিত অন্য যে কোন বিধি সম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ট) দেশের ফার্মেসী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও যৌথ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ।

ধারা-৪ঃ সংজ্ঞা

এ বিধিসমূহে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় ও প্রসঙ্গের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হলে -

(ক) "এসোসিয়েশন" বলতে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বুঝাবে এবং গণ্য হবে।

(খ) "গঠনতন্ত্র বলতে" বলতে গণ বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র বুঝাবে।

(গ) "নিবাহী পর্ষদ" বলতে সংশ্লিষ্ট বিধির আওতায় এসোসিয়েশনের সদস্যদের দ্বারা পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচিত এসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদকে বুঝাবে।

(ঘ) "সাধারণ পর্ষদ" বলতে এসোসিয়েশনের সাধারন পর্ষদ বুঝাবে।

(ঙ) "সদস্য" বলতে এসোসিয়েশনের সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের বুঝাবে।

(চ) "সাধারণ সভা" বলতে এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা বুঝাবে।

(ছ) "বছর" বলতে ইংরেজি পঞ্জিকা বছর বুঝাবে।

ধারা-৫ঃ মনোগ্রাম

এসোসিয়েশনের একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে, যা নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক স্থিরিকৃত হবে।

ধারা-৬ঃ সদস্য

(ক) গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ থেকে বি.ফার্ম (সম্মান) এবং এম.ফার্ম ডিগ্রী অর্জনকারীরাই কেবল এ এসোসিয়েশনের "সদস্য" বলে গণ্য হবেন। অ্যালামনাই শিক্ষক ব্যতীত অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকগণ এসোসিয়েশনের "সম্মানিত সদস্য" পদ লাভ করতে পারবেন।

(খ) সম্মানিত সদস্যগণ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। তবে তাঁরা অত্র এসোসিয়েশন আয়োজিত পুনর্মিলনীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) সদস্য চাঁদা বাৎসরিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা। এককালীন ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা দিয়ে ধারা-৬ এর 'ক' এ বর্ণিত যে কোন ব্যক্তি আজীবন সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। তবে নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণকে পরবর্তী ৩ বছরের চাঁদা এককালীন পরিশোধ করতে হবে। সদস্যপদ লাভের জন্য নির্ধারিত চাঁদাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে পরপর তিনবছরের সদস্যপদের চাঁদা পরিশোধ না করে থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

ধারা-৭: সদস্যপদ বাতিল/সাময়িক বাতিল

(ক) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় এসোসিয়েশন এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে চাইলে, তিনি নির্বাহী পর্ষদের নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(খ) কোন সদস্য এসোসিয়েশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে এবং এসোসিয়েশনের এক বা একাধিক নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা এসোসিয়েশন এর সুনাম হানিকর কোন কাজ করলে নির্বাহী পর্ষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সুপারিশ ও সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে বাতিল বা চিরদিনের জন্য বাতিল বা স্থগিত রাখা যাবে।

(গ) একবার সদস্যপদ স্থগিত বা সময়িকভাবে বাতিল হলে এবং পরবতীতে পুনর্বহালের আবেদন করলে তা পুনর্বহালের ক্ষমতা নির্বাহী পর্ষদের থাকবে। এ ব্যাপারে নির্বাহী পর্ষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

ধারা-৮: পৃষ্ঠপোষক

(ক) গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় পদাধিকার বলে এই এসোসিয়েশন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

(খ) গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্যগণ, রেজিষ্ট্রার, ফার্মেসী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পদাধিকার বলে এই এসোসিয়েশন এরে পৃষ্ঠপোষক হবেন।

(গ) ফার্মেসী পেশায় বা শিক্ষায়, সামাজিক কল্যাণে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন।

ধারা-৯ক: সাংগঠনিক কাঠামো

তিনটি পর্ষদ নিয়ে এসোসিয়েশন এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত হবে।

(১) সাধারণ পর্ষদ

এসোসিয়েশন এর সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পর্ষদ গঠিত হবে। সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত এবং তার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(২) নির্বাহী পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নিবাহী পর্ষদ গঠিত হবে। এসোসিয়েশন এর কার্যাদি ও অন্যান্য নিয়মাবলী নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রণীত হবে।

(৩) উপদেষ্টা পর্ষদ

বিভাগীয় শিক্ষকপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে। এই পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ গঠন করার ব্যপারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে।

ধারা-৯খ: সাধারন পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

১. সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ নিবাচন করবে।

২. সভার আলোচ্যসূচিতে উল্লেখিত সংশোধনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

৩. সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

৪. বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

৫. সাধারন সম্পাদক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা করবে।

৬. এসোসিয়েশনের যেকোন সদস্যের যেকোন প্রস্তাব বিবেচনা করবে। তবে প্রস্তাব সাধারন সভার তিন সপ্তাহ পূর্বে লিখিতভাবে নির্বাহী পর্ষদকে জানাতে হবে।

৭. নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অথবা নূন্যতম ৫০ জন সদস্যের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জরুরী সভা আহবান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধারা-৯গঃ নির্বাহী পর্ষদের গঠন প্রণালীঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদ ১৭ (সতের) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজনে সাধারন সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে। একবার কোন সদস্য নির্বাহী সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।

(খ) নির্বাহী পর্ষদের গঠন নিম্নরূপ হবে :

সভাপতি	ঃ	১
সহ-সভাপতি	ঃ	১
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	১
দপ্তর সম্পাদক	ঃ	১
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	১
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	১
সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১
ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১
নির্বাহী সদস্য	ঃ	৬

(গ) গঠনের তারিখ হতে নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পর পর ২ (দুই) মেয়াদের বেশী একই পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবে না। তবে ২ (দুই) মেয়াদের পর ইচ্ছা করলে অন্য পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন।

(ঘ) গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা কোন অ্যালামনাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা প্রশাসনিক শাখায় কর্মরত থাকলে কিংবা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা তার অঙ্গ সংগঠনে কর্মরত আছেন তারা নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হতে পারবেন না। নির্বাহী পর্ষদের কোন সদস্য যদি গণ বিশ্ববিদ্যালয় বা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী নেন তবে তখন থেকে তিনি নির্বাহী পর্ষদের সদস্যপদ হারাবেন।

ধারা-৯ঘঃ নির্বাহী পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১. সাধারন সভা কর্তৃক গ্রহীত এসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।
২. নির্বাহী পর্ষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবে।
৩. এসোসিয়েশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৪. সাধারন সভা আহবান করবে।
৫. সাধারন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবে।
৬. সাধারন সভায় অনুমোদনের জন্য এসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে।
৭. ৫০ (পঞ্চাশ) অথবা ততোধিক সদস্যের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জরুরী সভা আহবান করা যাবে।

৮. গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করবে।

৯. নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে। এতে সাধারন সদস্যদেরও অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

১০. বদলি, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারনে নির্বাহী পর্ষদের কোন কর্মকর্তার নির্বাহী সদস্য পদ শূণ্য হলে উক্ত পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাহী পর্ষদ কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

ধারা-৯ঙঃ নির্বাহী পর্ষদের কর্মকতাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) **সভাপতিঃ** সভাপতি এই এসোসিয়েশনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে ব্যর্থ হলে বা জরুরী সভা ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি সভা আহবান করবেন।

(খ) **সহ-সভাপতিঃ** তিনি সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) **সাধারণ সম্পাদকঃ** এসোসিয়েশন এর সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভায় এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি এসোসিয়েশনের যাবতীয় দলিলপত্র, ফাইল, সম্পত্তি ইত্যাদি সংরক্ষন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন ও ব্যয় করতে পারবেন।

(ঘ) **যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদকের কাছে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) **কোষাধ্যক্ষঃ** কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের বাজেট প্রণয়ন, আয় ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ, ক্যাশ বই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি অনধিক ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা হাতে রাখতে পারবেন এবং ব্যয় করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

(চ) **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** তিনি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা এবং সদস্য পদ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন। সেজন্য তিনি উল্লেখিত নতুন নতুন ব্যাচের সাথে এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাতে অধিক সংখ্যক অ্যালামনাই অংশগ্রহণ করে সে ব্যাপারে সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ছাড়াও শাখা সংগঠনের সাথে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ছ) **দপ্তর সম্পাদকঃ** দাপ্তরিক ও যোগাওযাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং এসোসিয়েশনের সভার কার্য নির্বাহী বিবরণী বহি, নোটিশ বহিসহ সকল রেজিষ্টার (ক্যাশবই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন।

(জ) **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ** এসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকান্ডের কর্মসূচীর ও প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। পূণর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর বা বুকলেট, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা সহ এসোসিয়েশন ও সদস্যদের তথ্যসমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তু, হালফিল ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) **সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ** এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পূণর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভা সহ সময় সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(ঞ) **সমাজসেবা সম্পাদকঃ** এসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচীর আলোকে সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) **ক্রীড়া সম্পাদকঃ** এসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন।

(ঠ) **নির্বাহী সদস্যঃ** সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগীতা, সংগঠনে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা এবং নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন।

ধারা-৯চঃ উপদেষ্টা পর্ষদের গঠন প্রণালী

(ক) ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে। বিভাগীয় শিক্ষকগণ এই পর্ষদের সদস্য হবেন।
(খ) একজন সভাপতি এবং চারজন সদস্য নিয়ে এই পর্ষদ গঠিত হবে।
(গ) বিভাগীয় প্রধান ক্ষমতাবলে এই পর্ষদের সভাপতি হবেন। বিভাগীয় সভায় বাকী চারজন সদস্য মনোনীত হবেন।

ধারা-৯ছঃ উপদেষ্টা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) নির্বাহী পর্ষদ গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা।
(খ) নির্বাহী পর্ষদের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য বিভাগীয় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
(গ) নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী পর্ষদ গঠনের সার্বিক ব্যবস্থা করা।
(ঘ) অ্যালামনাই ছাত্রছাত্রীদের সাথে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের যোগসূত্র তৈরী করা।

ধারা-১০ঃ নির্বাচন

(ক) উপদেষ্টা পর্ষদ ৩ সদস্য বিশিষ্ট (একজন প্রধান নির্বচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনাল এর সমন্বয়ে) একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে, তবে নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন না।
(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) নির্বাহী পর্ষদ নির্ধারিত সদস্য চাঁদা/ফি পরিশোধ (হালফিল) পূর্বক যাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই নির্বাচনের দিন ইলেকট্রোরাল কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলী হিসেবে গণ্য হবেন।
(ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থ গ্রহণ করবেন এবং নির্বাহী পর্ষদ এর সার্বিক সহায়তাসহ যে কোন সদস্যের সহযোগীতা গ্রহণ করতে পারবেন।
(ঙ) সাধারণত নির্বাহী পর্ষদ গঠনে, কনসেনসাসকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কনসেনসাস ব্যর্থ হলে নির্বাচনের দিন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনে বিভিন্নপদে অংশগ্রহনে ইচ্ছুকদের মধ্যে ব্যালট ভোটে একটি নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হবে।
(চ) প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর এসোসিয়েশন এর নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময় যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় সেক্ষেত্রে নতুন নির্বাহী পর্ষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত চলতি নির্বাহী পর্ষদ যথারীতি দায়িত্ব পালন করবে।
(ছ) নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

<u>ধারা-১১কঃ সভা অনুষ্ঠান (সাধারণ পর্ষদ)ঃ</u>

(ক) বছরে এক বার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে এবং আলোচ্য বিষয়ে প্রস্তাব দেবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে একের অধিক জরুরি সভা আহবান করা যাবে এবং ৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই জরুরি সাধারণ সভা করা যাবে।
(খ) স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরি প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরি সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।
(গ) সাধারণ সভার দিন বা অন্য কোন দিন সদস্যদের সমন্বয়ে ও পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলনীর আয়োজন করতে পারবেন।
(ঘ) সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তবে যে কোন জরুরি সভা বা সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা ডাকতে পারবেন।

(ঙ) সাধারণ পর্ষদের সভা বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে এবং সদস্য ফি বা চাঁদা পরিশোধকৃত তালিকাভূক্ত এসোসিয়েশন এর সদস্যদের ন্যুনতম ৫০ জনের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে। সাধারণ সভায় এসোসিয়েশন এর আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

(চ) সাধারণ সভায় সংখ্যাধিক্যমতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হবে; তবে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কনসেনসাস বা মতৈক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(ছ) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে; তবে সাধারণ পর্ষদ বা নির্বাহী পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

(জ) গঠনতন্ত্র সংশোধনের বা অবসায়নের কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

ধারা-১১খঃ সভা অনুষ্ঠান (নির্বাহী পর্ষদ) ঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের অতিরিক্ত জরুরী সভাও ডাকা যাবে। নির্বাহী পর্ষদ যে কোন সময় বর্ধিত সভার আয়োজন করতে পারবে।

(খ) নির্বাহী পর্ষদের জন্য অর্ধাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে।

ধারা-১২ঃ তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

(ক) "গণ বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী এলামনাই এসোসিয়েশন" নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন একটি তপসিলি ব্যাংকে একাউন্ট থাকবে।

(খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ - এর যৌথ নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকবে, তবে ব্যাংক একাউন্ট থেকে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এদের যে কোন দুই জন -এর যুগ্ম স্বাক্ষরে টাকা ওঠানো যাবে।

(গ) সদস্য বা আজীবন সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা বা সুভ্যেনীর বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য এসোসিয়েশন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করতে পারবে বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বা আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে, তবে সরকারের প্রদত্ত কোন অনুদানের জন্য এরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) এসোসিয়েশন এর কাজে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকার উর্ধ্বে ব্যয়ের জন্য নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই পর্ষদের উদ্যোগে এসোসিয়েশন এর আয়-ব্যায়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত সভায় নিরীক্ষাকৃত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা-১৩ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

(ক) এই গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভার (কোন মূলতবী সভা নয়) কমপক্ষে এক মাস পূর্বে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে তা পেশ করতে হবে।নির্বাহী পর্ষদ মতামতসহ বা মতামত ছাড়া উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় পেশ করবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা কেবল বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে পারে।

ধারা-১৪: অবসায়ন

কোন বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে এসোসিয়েশন এর অবসায়ন/বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে বিলুপ্তি ঘটানো যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে বা সিদ্ধান্ত হলে সকল দায় পরিশোধের পর, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা সাধারণ সভার বা জরুরি সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, জাতীয় পর্যায়ে সুনামের অধিকারী কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাবে।

ধারা- ২১: কার্যকরী হওয়া ঃ

অত্র খসড়া গঠনতন্ত্র আগামী ১১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বম্মতিক্রমে অনুমোদিত হবে এবং ২৩/০২/২০১৮ ইং হতে কার্যকর/বলবৎ হবে।

সভাপতি **সাধারণ সম্পাদক**